বিজ্ঞপ্তি

রাজ্যের সকল শ্রেণীর রেশন কার্ডধারী ভোক্তা সাধারনের জন্য অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে পরবর্তী আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত গনবন্টণ ব্যবস্থায় **সেপ্টেম্বর ,২০১৯ ইং মাসে** বরাদ্দ বিভিন্ন রেশন সামগ্রীর পরিমান ও দাম নিম্নরূপ হবে :

ক্রমিক	দ্রব্যের নাম	প্রতি মাসে রেশন কার্ডর ভিত্তিতে সরবরাহের পরিমান	মূল্য
১)	চাউল (অন্ত্যোদয়)	কার্ড প্রতি ৩৫ কেজি হারে	২.০০ টাকা প্রতি কেজি
২)	চাউল (প্রায়োরিটি গ্রুপ)	জন প্রতি ৫(পাঁচ) কেজি হারে (কোনো সর্বোচ্চ সীমা নেই)	২.০০ টাকা প্রতি কেজি
৩)	চাউল (এ.পি. এল)	জন প্রতি ৫(পাঁচ) কেজি হারে পরিবার পিছু সর্বোচ্চ ২০ (কুড়ি) কেজি	১৩.০০ টাকা প্রতি কেজি
৪)	চাউল **(বিশেষ উৎসব বরাদ্দ)**	অন্ত্যোদয়, প্রায়োরিটি ও এপিএল ভোক্তারা স্ব-স্ব নিয়মিত মাসিক বরাদ্দের অতিরিক্ত হিসাবে সেপ্টেম্বর মাসে বিশেষ উৎসব বরাদ্দের অন্তর্গত ৫ (পাঁচ) কেজি করে এপিএল চাউল পাবেন ।	১৩.০০ টাকা প্রতি কেজি
৫)	চাউল (অন্নপূর্ণা)	কার্ড পিছু ১০(দশ) কেজি (অন্নপূর্ণা কার্ডের ভিত্তিতে)	বিনামূল্যে
৬)	আটা	জন প্রতি ১ (এক) কেজি হারে । এই বরাদ্দ ভোক্তারা ৩১শে অক্টোবর ২০১৯ অব্দি তুলতে পারবেন ।	১৩.০০ টাকা প্রতি কেজি
৭)	সুজি ও ময়দা **(বিশেষ উৎসব বরাদ্দ)**	বিশেষ উৎসব-বরাদ্দ হিসাবে শুধুমাত্র অন্ত্যোদয় ও প্রায়োরিটি ভোক্তারা কার্ডপিছু ৫০০ গ্রাম সুজি এবং সকল শ্রেণীর (এপিএল/অন্ত্যোদয় /প্রায়োরিটি) ভোক্তারা কার্ডপিছু ২(দুই) কেজি ময়দা পাবেন । এই বিশেষ বরাদ্দ ৩১ অক্টোবর, ২০১৯ পর্যন্ত ভোক্তারা তুলতে পারবেন ।	১৩.০০ টাকা প্রতি কেজি
৮)	চিনি	সকল শ্রেণির কার্ড পিছু ১(এক) কেজি হারে । জুলাই ও আগষ্ট ২০১৯ এই দুই মাসের মাসিক বরাদ্দ ইতোমধ্যেই রেশন দোকানে ঢুকেছে এবং বন্টণ শুরু হয়েছে । কার্ডপিছু এই ২ (দুই) কেজি বরাদ্দ ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ভোক্তারা তুলতে পারবেন । সেপ্টেম্বর ২০১৯ মাসের চিনিও চলতি মাসেই রেশনে পৌঁছানো শুরু হয়েছে । সেপ্টেম্বর মাসের জন্য বরাদ্দ কার্ডপিছু এই এক কেজি চিনি ভোক্তারা চলতি মাসেই তুলতে পারবেন (যেখানে পৌঁছুবে) এবং এই বরাদ্দ ৩১শে অক্টোবর পর্যন্ত তোলা যাবে ।	দাম ২৩.০০ টাকা
৯)	প্যাকেট লবন	মাথা পিছু ৫০০ গ্রাম	দাম ৭.০০ টাকা প্রতি কেজি
১০)	মসুর ডাল **(বিশেষ উৎসব বরাদ্দ সহ)**	কার্ড প্রতি মাসিক ১ (এক) কেজি । চলতি সেপ্টেম্বর মাসে নিয়মিত বরাদ্দের অতিরিক্ত কার্ডপিছু ১(এক) কেজি উৎসব-বরাদ্দ মিলবে । সবমিলিয়ে কার্ডপিছু ২(দুই) কেজি মসুর ডাল ।	৪০ টাকা প্রতি কেজি
১১)	কেরোসিন	রাজ্যে সকল ভোক্তারা মাথা পিছু ৬০০ মিলি লিটার করে কেরোসিন পাবেন । একমাত্র আগরতলা পুর পরিষদ এলাকায় এ.পি.এল কার্ডধারী ভোক্তাগন মাথা পিছু ৫০০ মিলিলিটার কেরোসিন পাবেন । আগরতলা পুর এলাকার অন্ত্যোদয় এবং প্রায়োরিটি গ্রুপ ভুক্ত কার্ডধারীরাও মাথাপিছু ৬০০ মিলি লিটার করে কেরোসিন পাবেন ।	৩৪.১৪ টা প্রতি লিটার (আগরতলা পুর পরিষদের ৮ কিমি এলাকর মধ্যে । পরবর্তী প্রতি কিমির জন্য অতিরিক্ত ২ পয়সা হারে) তাছাড়া, অন্যান্য মহকুমায় দূরত্ব অনুযায়ী পরিবহন খরচ নির্ধারন করে সংশ্লিষ্ট মহকুমা শাসকগন দাম নির্ধারিত করে থাকেন ।
১২)	চা পাতা	ত্রিপুরায় উৎপাদিত উচ্চ মানসম্পন্ন চা পাতা এখন ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগমের সহযোগিতায় সদর মহকুমার কিছু নির্দিষ্ট রেশন দোকানে (ডুকলি বাদে) পাওয়া যাচ্ছে । ভোক্তাগন নিজ নিজ রেশন দোকান থেকে ১৭.০০ টাকা খুচরো মূল্যে ১০০ গ্রাম চায়ের প্যাকেট আগে-এলে-আগে-পাবেন ভিত্তিতে ক্রয় করতে পারবেন ।	

(১) ১লা অক্টোবর, ২০১৫ইং তারিখ থেকে দপ্তরে পি.ডি.এস. কল সেন্টার (১৯৬৭) এবং কনজিউমার হেল্পলাইন (১৮০০-৩৪৫-৩৬৬৫০) নামক দুটি টোল ফ্রি পরিষেবা চালু রয়েছে । ভোক্তাগণ ভোক্তা বিষয়ক ও গনবন্টন সংক্রান্ত যে কোনো তথ্য জানতে বা অভিযোগ লিপিবদ্ধ করতে এই দুটি টোল ফ্রি পরিষেবার সুযোগ নিতে পারবেন ।

(হীরেন্দ্র দেববর্মা)
অতিরিক্ত সচিব ও অধিকর্তা
খাদ্য, জনসংভরন ও ভোক্তা বিষয়ক দপ্তর